ভুলে ভরা রবীন্দ্রনাথ

নির্মল কর

পৃথিবীর নানা দেশের পত্র পত্রিকার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তত্ত্ব -সমৃদ্ধ লেখা যেমন বহু প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি তথ্য সংকলনে অনেক লেখক , সমালোচক ও গবেষক আশ্চর্যজনক শৈথিল্য ও বিরক্তিকর ভুল ভ্রান্তির পরিচয় দিয়েছেন যার ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত ভাবমূর্তি উন্মোচনের বদলে এক একটি খন্ডিত ও অসংলগ্ন চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সীমিত জ্ঞান এবং তথ্য বিকৃতির ফলে বিশ্ববাসীর চোখে তিনি পরিণত হয়েছেন এক অচেনা রবীন্দ্রনাথে। কোন কোন ক্ষেত্রে এসব লেখক গবেষকদের অপরিসীম মূর্খতা মনে হলেও কয়েটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিষয়টি মোটেই উড়িয়ে দেবার মতো নয়, বরং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিশেষত বৃটিশ ও মার্কিন মুলুক থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া বা তথ্যকোষগুলির ভূমিকা দেখলে অবাক হতে হয়।

ইংলন্ডের Encyclopedia Britannica যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁরা চতুর্দশ সংস্করণের একবিংশ খন্ডের অন্তভূক্ত ‘Tagore Sir Ranindrnath লেখাটি পড়ে হোঁচট খাবেন। কেননা পাঞ্জাবের নারকীয় ঘটনার পর ১৯১৯ সালে বৃটিশ সরকারের দেওয়া ‘নাইট’ উপাধি বর্জন করলেও রবীন্দ্রনাথ নাকি শেষ পর্যন্ত স্যার উপাধি ব্যবহার করতে আপত্তি করেননি। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ৯৫৪ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ....He accepted a Knighthood but in 1919 he resigned as a protest against the methods adopted for the repression of disturbances in the Punjab In later years , however, he offered no objections to the use of the title.

এমন কি মার্কিন তথ্যকোষ Encyclopedia Americana -য়(সংস্করণ ১৯৫১ , ষড়বিংশ খন্ড) Tagore Sir Rabindranath নিবন্ধে লেখা হয়েছে ..... In 1884 he was married and went to Shilaidah on the banks of the Ganges to manage his fathers Estate...... His best known works of this period are. The Crescent Moon The Gardener Gitanjali and The Hungry stones and the other Stories ...... This second of Shilaidah period of his life which lasted seventeen years, had a sad ending as sad ending as he lost in rapid succession by death his wife daughter and the younger of his two sons. দেড় শতাধিক প্রাচীন অভিজাত্যপূর্ণ এই মার্কিন তথ্যকোষ সন তারিখ এবং তথ্যের জগাখিচুড়ির কী বিভ্রান্তমুলক নমুনা। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ১৮৮৩ এর ৯ ডিসেম্বর , আর জমিদারি দেখাশুনোর পুরোপুরিদায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৮৯৩ সাল নাগাদ দ্বিতীয়বার য়ুরোপ ঘুরে আসার পর। শিলাইদহ পর্ব বলতে মোট ৮ বছর --১৯০১ পর্যন্ত। কিন্তু কোন মতেই ১৭ বছর নয়। এর আগে পরে কয়েকবার যদিও শিলাইদহে যাতায়াত করেছেন। কিন্তু সেই যাওয়া অ াসা জমিদারি তদারকি উদ্দেশ্যে নয়। তাছাড়া এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ The Crescent Moon The Gradener, Gitanjili The Hungry Stone and the other Stories গ্রন্থের তর্জমা করেছেন এতথ্য মার্কিন সংকলকরা কোথায় পেলেন ? বস্তুত, শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য কাহিনীর এক লাইন ও ইংরেজিতে তর্জমা করেননি। শিলাইদহ বসবাসকালে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী পুত্র কন্যা বিয়োগ ঘটে এও সংকলকদের উদ্ভট কল্পনা মাত্র। আসলে কবি জায়া মৃণালিনী দেহত্যাগ করেন ১৯০২ এ ,দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা ও কনিষ্ঠপুত্র শমীদ্রনাথের মৃত্যু হয় যথাক্রমে ১৯০৩ ও ১৯০৭ সালে।

The Crescent Moon Gitanjali - র ব্যাপারে একই ভুলের পোঁ ধরেছেন নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত Colliers Encyclopadia কাব্যগ্রন্থ দুটি নাকি শিলাইদহ পর্বে রচিত। পরন্তু ১৯৫৫ সালের সংস্করণে তাঁরা লিখছেন, His first poems were imitations of two older Bengalese poets Chandidas and in 1879 he published his first original work Bhanu Sings (Evening and Morning Song) সংকলক Frederic Goldberg নামে এক Freelance লেখক । তিনি চন্ডীদাস নামে দুই বাঙালি কবিকে চন্দ্রুন্বপ্তন্দ্বন্দ্ব (সিংহলের লোক Ceyloneses, বার্মার লোক Burmese সুতরাং বাংলার লোক Bengalese তো হবেই) বলেছেন। এই মহাপন্ডিত প্রবন্ধকার 'ভানুসিংহের পদাবলীকে (ইংরাজী তর্জমা Bhanu Sings ? প্রভাত সঙ্গীত ও সন্ধ্যা সঙ্গীত এর সঙ্গে তালগোল পাকিয়েছেন। আর ত াঁর মতে Bhanu Sings নাকি রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও মৌলিক রচনা ! এই ভানুসিংহ প্রসঙ্গে আরও মজার কাহিনী আছে । এক সময় রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশটি ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ নাম ভানুসিংহ। কৈশোরে বৈষ্ণবপদাবলী অনুকরণে কাব্য রচনা করে সেইসব 'ভানুসিংহ ' নামে কাল্পনিক কোনও প্রাচীন পদকর্তা রচিত বলে চা লিয়েছিলেন। কিন্তু মজা এই ভানুসিংহের কাব্য রচনা, মৈথিলী পদগুলির জন্যে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক বাঙালি লেখক জার্মানিতে বসে ভাবলেন, এই ভানুসিংহ আসলে একজন প্রাচীন মৈথিলি কবি এবং এই প্সঙ্গে থিসিস লিখে জ্যুরিক ৰিবিদ্যালয় থেকে ১৮৮২ সালে তিনি ডক্টরেট পান।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরারোপ প্রসঙ্গে Everyman Encyclopaedia Tagore Sir Rabindranath নিবন্ধে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ নাকি মাত্র তিনশো গানে সুর সংযোগ করেছেন--He set over three hundred of his poems to music অথচ আমরা জানি, স্বসুরারোপিত রবীন্দ্র সঙ্গীতের সংখ্যা অন্তত দুই সহস্রাধিক।

শিকাগো The World Book Encyclopaedia রবীন্দ্রনাথের ৰিভারতী সম্বন্ধে লিখছে, In 1901 he founded a famous School called Vishwa Bharati at Santiniketan, Bolpore, Bengal (সপ্তদশ খন্ড ১৯৫০ দ্রষ্টব্য) বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ ৰিভারতী ৰিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২১ সালে আর ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রহ্ম বিদ্যালয়।

ভুলের ও একটা আব্রু থাকা উচিৎ! যে তথ্যকোষ ৰিশ্রুত এবং গবেষক বা তথ্যানুসন্ধানীদের নিত্যব্যবহার্য সে যে কী মার াত্মক ভুল তথ্য সম্বলিত হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদারহণ Everymans Encyclopedia (তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫০ / পৃঃ ১৮০-৮১ দ্রষ্টব্য) । রবীন্দ্র প্রসঙ্গে নিবন্ধকার লিখছেন .....After his marriage in 1923, he spent seventeen years managing the family estate at Shilaidah.

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ৯ ডিসেম্বর, ১৮৮৩, ১৯২৩ এ নয় । আর শিলাইদহে জমিদারি পরিচ ালনার কাল ১৮৯৩ থেকে ১৯০১ মোট ৮ বছর, ১৭ বছর নয় । কিন্তু Everymans তথ্য কোষের বক্তব্য অনুযায়ী কবিপত্নী মৃণালিনীর মৃত্যুর ২১ বছর পর তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয়েছিল। ভাবুন একবার। কনের মৃত্যুর ২১ বছর পর বরকে পাত্রীস্থ করার জন্যে ছাদনাতলায় টেনে নেওয়া হয়েছে। আর মৃত্যুর এক বছর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ নাকি শিলাইদহের জমিদারি দেখাশুনা করছেন। একি নিছক হিসেবের গরমিল, না মুর্খ্যামি ?

সম্ভবত প্রাচীন তথ্যকোষ বলেই Encyclopaedia Britannica - কে প্রায় সব কটি ৰিকোষ অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে। প্রতিটি ৰিকোষই রবীন্দ্রনাথকে স্যার হিসেবে পরিচিত করেছেন, যে উপাধি রবীন্দ্রনাথ বলতে গেলে ব্যবহারই করেন নি। স্যার ছাড়া কবির আর যেন বড় কোনও পরিচয় নেই।

লন্ডনের Oaktown Publication থেকে শাফি আহমেদ নামে এক লেখক তাঁর Tagores Eleven / The Poems and one song of Rabindranath Tagore. Title Page এ বলিষ্ঠ হরফে একটি সাংঘাতিক তথ্য দিয়েছেন

Rabindrnath Tagore (1861-1942) মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন ।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এক উল্লেখযোগ্য ঘরোয়া ভুলের কথা বলি। ভুলের সূত্রপাত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের পিতৃস্মৃতি ও On the Edges of Time গ্রন্থ দুটি ।নিঃসন্তান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পুষ্পে নামে এক গুজরাটি দম্পতির কন্যাকে দত্তক হিসেব গ্রহণ করেন। সে যে পালিতা কন্যা একথা না লিখে লিখলেন ‘ আমাদের মেয়ে’ । রবীন্দ্রনাথ বংশ তালিকাতেও উল্লিখিত হয়েছে, রথীন্দ্র প্রতিমার কন্যা নন্দিনী রবীন্দ্রনাথের পৌত্রী।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের এত গর্ব, আমাদের এত রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এত গবেষক এবং বিশ্বভারতী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে এত ভুলের বোঝা বইতে হচ্ছে একথা ভাবা যায়না।

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com